দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 28 FEB 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

উপজেলা পরিক্রমা

সন্দ্বীপ

চট্টগ্রাম, ২৭ জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।— চট্টগ্রাম জেলার মেঘনার মোহনায় অবস্থিত বার আউলিয়ার দেশ নামে খ্যাত রূপ লাবণ্য, ঐশ্বর্য আর সম্পদে পরিপূর্ণ সোনার দ্বীপ "সন্দ্বীপ" পৃথিবী তথা এ উপমহাদেশের মানচিত্রে একটি অনন্য সাধারণ নাম। যদিও প্রমত্ত মেঘনার করাল গ্রাসে দ্বীপটি হারিয়েছে তার তিন চতুর্থাংশ, তবুও প্রাচীন ঐতিহ্য আর স্মৃতি নিয়ে আজো অম্লান।

নদীর ভাংগন

ভূ-প্রকৃত্তির দিক থেকে সন্দ্বীপ পাললিক শিলায় গঠিত ব-দ্বীপ এলাকার একটি দ্বীপ। কবে থেকে সন্দ্বীপের ভাংগন শুরু হয় তার সঠিক কোন হদিস না পাওয়া গেলেও সন্দ্বীপ যে এক সময় ৪২০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ব্যাপক প্রসারী ছিল তা নিশ্চিত বলা যায়। এক সময় এ দ্বীপে সব কিছুই ছিল, ছিল না কোন কিছুর অভাব।

সর্বনাশা মেঘনার করাল গ্রাসে কত যে ভিখারী হয়েছে, হয়েছে স্বজন হারা তার কোন ইয়ত্তা নেই। সন্দ্বীপ এখন ত্রিমুখী ভাংগনের কবলে। এ ভাংগনের গতি কতই যে দ্রুত ও ভয়াবহ তা দ্বীপের বর্তমান আয়তন দেখেই অনুভব করা যায়। বর্তমানে মাত্র ৯০ বর্গমাইলে এসে দাঁড়িয়েছে দ্বীপের আয়তন।

বর্তমানে যে হারে মেঘনার ভাংগন চলছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে সন্দ্বীপ বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে মুছে যাবে একথা অযৌক্তিক নয়। যেমনি মুছে গেছে এ দ্বীপের ৩৩০ বর্গমাইল এলাকা।

শিক্ষা সমস্যা

সন্দ্বীপ উপজেলায় একশ'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যা প্রায় তিন লাখ অধিবাসীর তুলনায় খুবই নগণ্য। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। স্কুলগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেবিল, চেয়ার ও যাবতীয় শিক্ষা উপকরণের অভাব রয়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের সাথে নলকূপ, পায়খানা ও প্রশ্রাবখানা না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

উপজেলায় দু'টি বালিকা বিদ্যালয়, একটি জুনিয়র বিদ্যালয়সহ মোট ১৮টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র বিজ্ঞানাগার, বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা

উপজেলার মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। নানামুখী সমস্যায় মাদ্রাসাগুলো জর্জরিত। এসব মাদ্রাসা মূলতঃ দান নির্ভর। এদের নিজস্ব আয়ের উৎস সাধারণত খুব কম। প্রায় প্রত্যেক মাদ্রাসাতে লিল্লাহ্ বোর্ডিং প্রথা চালু থাকায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় একটা মোটা অংকের টাকা প্রতি মাসে এসব মাদ্রাসাকে খরচ বহন করতে হয়।

কৃষি ব্যবস্থা

উপজেলার জনসাধারণের সর্ব প্রধান উপজীবিকা হচ্ছে কৃষি। অত্র উপজেলায় মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৫০,০০০ একর এবং মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা ৩৮,৫০০টি। আবাদযোগ্য সবগুলো জমিতে ধান ও গম উৎপন্ন হয়ে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও উপজেলার জনসাধারণ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। উপযুক্ত সেচের অভাব এর মূল কারণ। আজ অবধি সন্দ্বীপে শুকনো মওসুমে চাষাবাদের সুবিধার্থে সেচ কাজের জন্য একটি গভীর অগভীর নলকূপ বা পাম্প মেশিনও বসানো হয়নি। সন্দ্বীপে কৃষির আর একটি সমস্যা সামুদ্রিক লোনাপানি। মাঝে মধ্যে লোনাকাঠি ভেংগে লোনাপানি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। বিগত কয়েক বছর সন্দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় ইদুরের উপদ্রবে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।